The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বৈদিকযুগের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নকাল ও তাদের কর্তব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

Dr. Goutam Pal
Assistant Teacher, Sitahar Mulgram High School,Kumarganj, Dakshin Dinajpur, West Bengal, India
E– mail : goutampal833@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400079
ORCID ID: 0009-0001-9187-1316

Abstract

After the Upanayana, the student's educational life began. To get education, the student had to go to the Acharya's house. The disciple had to study the Vedas by observing Brahmacharya in the Guru's house. During the education in the Guru's house, the life of the disciples was full of strict discipline. The students lived in the same house as the members of the Guru's family. No money was required for education. The students had to collect alms from the villages surrounding the Guru's house. Usually, they studied in the Guru's house for twelve years. The students were under the command and obedience of the Acharya. They had to serve the Acharya, collect the wood of the Guru's house, graze the cows, beg, observe Brahmacharya, etc. with devotion. When they completed their education, they were considered graduates. The educational life ended with a convocation ceremony.

Keywords
Upanayana, Disciple, Education, Acharya, Brahmachari .

ভূমিকা

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে বৈদিকসভ্যতা অন্যতম। বৈদিক সভ্যতার সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর আছে। বৈদিক সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, কৃষ্টি প্রভৃতির উত্তরসূরী বর্তমান ভারত। তাই অন্যান্য দিকগুলির মতই শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইরকমই একটি দিক হল বৈদিকযুগের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নকাল ও তাদের কর্তব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা

বৈদিক শিক্ষা বিষয়ক অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান হলেও 'বৈদিক যুগের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নকাল ও তাদের কর্তব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' বিষয়ক কোন শোত্রপত্র নেই। এ দিক থেকে আলোচ্য গবেষণাপত্রটি নতুনত্বের আস্বাদ গ্রহণে সচেষ্ট হবে বলে আশা করি।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

গবেষণার উদ্দেশ্য

বৈদিক যুগে জ্ঞানচর্চা যে উন্নতির শিখরে উঠেছিল তার জন্য বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার অবদান অনস্বীকার্য। সে যুগের উচ্চ চিন্তাধারার অনুশীলন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আর্দশ। গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় শিক্ষালাভ কিভাবে ও কিপ্রকারে চলত তা সর্বজনের জিজ্ঞাস্য। এই শিক্ষাব্যবস্থার এক প্রান্তে থাকত গুরু আর অপর প্রান্তে থাকত শিষ্য বা শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ণকালে কিভাবে জ্ঞানচর্চা করত, কিভাবে জীবনযাপন করত, তা জানা আমাদের যেমন দরকার তেমনি জানা দরকার তাদের কর্তব্যগুলি।

গবেষণা প্রশ্নাবলি

মানুষের জ্ঞানের পিপাসা চিরন্তন। বৈদিক যুগে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীন কীরূপ ছিল? শিক্ষার্জনকালে করণীয় কর্তব্যগুলি কীরূপ ছিল? তাদের জীবনযাত্রা ও জীবনশৈলী কীরূপ ছিল? এই জিজ্ঞাসাগুলির যুক্তিনিষ্ঠ সমাধনে আলোচ্য গবেষণাপত্রটি রচিত হয়েছে?

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার পরিপূর্ণতা দানের জন্য প্রযোজন গবেষণাপদ্ধতির সঠিক নির্বাচন। আলোচ্য গবেষণাপত্রটি ব্যাখ্যাত্মক গবেষণা পদ্ধতিকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও বেদাঙ্গ গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করে উক্ত বিষয়ের সরল উপস্থাপন করা হয়েছে।

ফলাফল ও আলোচনা

বৈদিকযুগে শিক্ষার্থীরা বর্তমান সময়ের মতো কোনো বিদ্যালয়ে বা শিক্ষালয়ে পড়াশুনা করত না। কারণ সেই সময়ে এখনকার মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। শিক্ষার্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে গিয়ে পড়াশুনা করতে হত। উপনিষদসাহিত্যে অবশ্য গুরুগৃহ শব্দের পরিবর্তে আচার্যকুল[১] শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

আচার্যকুলে শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীর উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এই সংস্কার ছাড়া শিক্ষার্থী শিক্ষার্জন করতে পারত না। ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত ষোড়শ সংস্কারের অন্যতম হল উপনয়ন সংস্কার। উপ এর অর্থ আচার্যসমীপে, শিষ্যঃ বালকো বা নীয়তে বেদশিক্ষার্থমিতি উপনয়নম্। অর্থাৎ আচার্যসমীপে বা গুরুর কাছে বেদপাঠের বা শিক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার অনুষ্ঠান হল উপনয়ন সংস্কার।

শাস্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শিষ্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। শাসিতুং যোগ্য ইতি শিষ্যঃ। শাস্+ক্যপ্ = শিষ্য। যে শাসনের যোগ্য বা যাকে শাসন করা যায় সেই শিষ্য পদবাচ্য হয়। তবে বৈদিকযুগে শিষ্য, অন্তেবাসী, বিদ্যার্থী, ছাত্র, ব্রহ্মচারী, মাণবক ইত্যাদি শব্দগুলি প্রায় সমানার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হত।[২]

বৈদিক যুগে শিক্ষার্থীদের আচার্যকুলে থেকে পড়াশুনা করতে হত। আচার্যকুলে গুরুর পরিবারের সদস্যদের মতই থাকত শিক্ষার্থীরা। এই সময় তাদের বেশ কিছু কর্তব্য পালন করতে হত। এই কর্তব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ব্রহ্মচর্য পালন, যজ্ঞাগ্নির জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ, ভিক্ষাবৃত্তি, গুরুসেবা, গুরুর গৃহস্থাদির তদারক, গোচারণ ইত্যাদি।

আচার্যকুলে অধ্যয়নকালে যে কর্তব্যগুলি পালন করতে হত সেগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য হল ব্রহ্মচর্যপালন। বৈদিকসাহিত্যেও ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মহিমা প্রকাশ করে সেখানে বলা হয়েছে, যে ব্রহ্মচর্য ব্রতের অনুশীলনকারীর মধ্যেই তেজোময় ব্রহ্ম ও দেবতা যাস করে।

ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম ভ্রাজর বিভর্তি। অস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।।[৩]

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের জন্য এই ব্রত পালন অপরিহার্য ছিল। ব্রহ্মচর্য পালনকারী শিষ্য শ্রম ও তপস্যা দ্বারা লোক-সমাজের উন্নতি সাধন করত।[৪] ব্রহ্মচারিগণ বিদ্যালাভের জন্য আচার্যের কাছে যেতেন। ব্রহ্মচারিগণ গুরুর কাছে যেমন বেদাধ্যয়ন করত তেমনই ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস ও মনঃসংযমের শিক্ষা গ্রহণ করত।[৪ক]

যজ্ঞের সঙ্গে বৈদিক সমাজের নিবিড় যোগ পরিলক্ষিত হয়। মুনি-ঋষিরা নিয়মিত যজ্ঞ সম্পাদন করতেন। যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হত কাষ্ঠের। শিষ্যরা গুরুর যজ্ঞাগ্নির জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে। তাই গুরুর যজ্ঞীয় কাষ্ঠ সংগ্রহ করা শিষ্যদের অন্যতম কর্তব্য ছিল।

বৈদিক যুগে শিক্ষালাভের জন্য কোনো অভিভাবককে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হত না। কিন্তু গুরুগৃহে শিক্ষার্জন কালে শিক্ষার্থীদের ভিক্ষা বৃত্তি করতে হত। অগ্নিপরিচর্যার পর গুরুর কাছে অনুমতি নিয়ে শিষ্যরা ভিক্ষা চাইতে যেত। সাধারণতঃ গুরুগৃহের নিকটবর্তী গ্রামগুলি থেকেই ভিক্ষা সংগ্রহ করত। গ্রামের গৃহস্থরাও ভিক্ষাসংগ্রহে আগত শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুসারে ভিক্ষাদান করত। বৈদিক গ্রাম্য সমাজ এইভাবে ভিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতিতে অংশীদার হয়ে উঠেছিল। শিক্ষার্থীরা ভিক্ষা করে যা পেত তা সবই গুরুকে দিত। গুরু ভিক্ষার যে ভাগ নিতে বলতা তাই শিক্ষার্থীকে নিতে হত।[৫] শতপথব্রাহ্মণ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ করার সময় প্রত্যেক অন্তবাসী নিজ চতুর্থাংশ অগ্নি, মৃত্যু, আচার্য ও নিজেকে দিত।[৬] সুতরাং শিষ্যের কর্তব্য ছিল - আচার্য, আচার্যের গৃহ ও গবাদি পশুর রক্ষা করা। এর অন্যথায় শিষ্যকে গুরুগৃহ থেকে বের করে দেওয়া হত।[৭]

ব্রাহ্মণসাহিত্যে শিক্ষার্থীর কর্তব্য বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে। গোপথব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী ভিক্ষাসংগ্রহ করে তার সম্পর্কে গুরুকে জানাবে, অগ্নির রক্ষা করবে, গোসেবা করবে এবং এ সবের অতিরিক্ত সময়ে বেদ অধ্যয়নে সময় ব্যয় করবে।[৮]

স্মৃতিশাস্ত্র ও ধর্মসূত্রগুলিতেও শিক্ষার্থীর কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীর কর্তব্যগুলির মধ্যে অগ্নিপরিচর্যা, ভিক্ষাবৃত্তি, সন্ধ্যোপাসনা, বেদাধ্যয়ন, গুরু-শুশ্রূষা, ব্রহ্মচর্যব্রত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন এক সহস্র গায়ত্রীমন্ত্র জপ ও প্রাণায়াম করতে হত।[৯] স্মৃতিশাস্ত্রে দৈনিক কর্তব্যগুলির মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্র জপ ও অগ্নি উপাসনার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[১০]

উপনয়নের পর শিক্ষার্থীকে নিজ শাখার বেদের অধ্যয়ন করতে হত। সাধারণতঃ নিজ শাখার বেদাধ্যয়নকেই স্বাধ্যায় বলে। এ সম্পর্কে বিধি হল 'স্বাধ্যায়ো ধ্যেতব্যঃ'।[১১] সু-আ-অধ্যায়। সু - সুষ্ঠু, আ - আবৃত্য অধ্যায় – অধ্যয়নম্। প্রতিদিন শিক্ষার্থীকে নিজ শাখার বেদের অংশত পাঠ করতে হবে। এটি একটি নিত্য পালনীয় বিধি। এক্ষেত্রে কোনো বিরতি নেই, অনধ্যায় দিবস বলে কিছু নেই।

অগ্নিপরিচর্যার পর গুরুর কাছ থেকে অনুমিতি নিয়ে শিক্ষার্থীকে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হত। আচার্যকুলের পার্শ্ববর্তী লোকালয়গুলি থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করত। ভিক্ষা চাওয়ার পদ্ধতি ছিল তিন বর্ণের জন্য তিন রকম। উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী আগে 'ভবত্' শব্দ উচ্চারণ করে ভিক্ষা প্রার্থনা করবে, 'ভবতি ভিসাং দেহি', ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বাক্যের মধ্যে 'ভবত্' শব্দ উচ্চারণ করে ভিক্ষা প্রার্থী হবে, 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি', এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী বাক্যের শেষে 'ভবত্' শব্দ উচ্চারণ কর ভিক্ষা প্রার্থনা করবে 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি'।[১২] ব্রহ্মচারী ভিক্ষা সংগ্রহ করে এনে প্রথমে গুরুকে নিবেদন করবে। তারপর নিজে আচমন করে পবিত্র হয়ে পূর্বদিকে মুখ করে সেই অন্নগ্রহণ করত।

উপনয়নের পর ছাত্রের বেদপাঠের অধিকার জন্মাত। উপনয়ন সংস্কার করবার পর শিক্ষার্থীকে ব্রহ্মচর্য পালন করে বারো বৎসর আচার্যকুলে বাস করতে হত ও জ্ঞান অর্জন করতে হত। বারো বৎসর আচার্যের সন্নিধানে অতিবাহিত করে শ্বেতকেতু গৃহে

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।[১৩] ভবে এ বিষয়ে যে খুব কঠোর কোনো নিয়মবিধি ছিল তা মনে করা হয় না, কারণ আরও দীর্ঘসময় গুরুগৃহে অতিবাহিত করবার উপাখ্যানও বৈদিক সাহিত্যে উপলব্ধ হয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষা সমাপ্ত করে পিতৃগৃহে ফিরে বিবাহের পর গার্হস্থ্যজীবন আরম্ভ করত। এরা উপকুর্বাণ নামে পরিচিত ছিলেন। আর অল্পকিছু অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী থাকত যারা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে বিদ্যার্জনে ব্রতী হতেন। এঁরাই পরবর্তী কালে অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ঋষিরূপে প্রসিদ্ধ হতেন। এঁরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হতেন।

শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে আর্যবালকদের উপনয়ন সংস্কার ও তার তাৎপর্য্য সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। উপনয়নের পর আচার্যগৃহে আগত শিক্ষার্থীকে তার নাম জিজ্ঞাসা করে তাকে তাঁর ছাত্ররূপে গ্রহণ করতেন। গুরুগৃহে শিক্ষার্থীর কর্তব্য বিষয়ে শতপথব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, "আজ থেকে তুমি ব্রহ্মচর্যের নিয়মাবলী পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে। তোমার করণীয় কর্তব্য করবে। যজ্ঞকুণ্ডে কাষ্ঠদা করবে। আচার্যের আজ্ঞাধীন ও বাধ্য হবে। দিবানিদ্রা ত্যাগ করবে। জিতেন্দ্রিয় হবে"।[১৪] ইত্যাদি।

উপনয়নের কাল সম্পর্কে মনু-সংহিতায় বলা আছে যে গর্ভ থেকে আট বছর বয়সে ব্রাহ্মণের, এগার বছর বয়সে ক্ষত্রিয়ের এবং বারো বছর বয়য়ে বৈশ্যের উপনয়ন অনুষ্ঠান করাতে হবে।[১৫] এটি উপনয়নের সাধারণ নিয়ম। তবে ব্রহ্মতেজকামী ব্রাহ্মণের পঞ্চম বৎসরে, বলকামী ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ বৎসরে এবং ব্যবসায় সাফল্যকামী বৈশ্যের অষ্টম বৎসরে উৎনয়নকার্য সম্পন্ন করাতে হবে। উপনয়ন অনুষ্ঠানের শেষ সীমা ব্রাহ্মণদের জন্য ষোলো বছর, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বছর এবং বৈশ্যের চব্বিশ বছর। এই সময়ের পর উপনয়ন হয় না।

গুরু-শুশ্রূষা শিক্ষার্থীর অন্যতম কর্তব্য। সেবার দ্বারাই গুরু বা আচার্য প্রীত হন। বিষ্ণুধর্মসূত্রে মাতা, পিতা ও আচার্যকে 'গুরু' বলে অভিহিত করা হয়েছে, তাঁদের নিত্য শুশ্রূষা করা উচিত। কারণ গুরুশুশ্রূষার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।[১৬] গুরুর কখনো বিদ্বেষ করা উচিত নয়।[১৭] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে ভরদ্বাজ, নাভানেদিষ্ট, সত্যকাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিক্ষার্থীদের গুরুসেবার উল্লেখযোগ্য কাহিনী উপলব্ধ হয়।

আচার্যের গোচারণও ছাত্রজীবনের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হত। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় সত্যকাম কিভাবে গুরুগৃহ থেকে গরু নিয়ে দূরদেশে যেত এবং কিভাবে তাঁর গরুর সংখ্যা চারশত থেকে একহাজারে পরিণত করেছিলেন।[১৮] ঐতরেয় আরণ্যক এবং সাংখ্যায়ন আরণ্যকেও শিষ্যদের দ্বারা আচার্যের গোচারণ ও গোপালন বিষয়ে উল্লেখ আছে।[১৯]

বিদ্যার্জনের জন্য শিষ্যের নিষ্ঠাবান্ ও জিজ্ঞাসু স্বভাবের হওয়া অতি-আবশ্যক ছিল। গুরুর কাছে গিয়ে ব্রহ্মচর্ম ব্রত পালনকারী শিষ্যের গুরুগৃহে প্রবেশের বর্ণনা পাওয়া যায় ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে। শতপথব্রাহ্মণের বর্ণনানুসারে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করার পর বিদ্যার্থী আচার্যের কাছে যেত। আচার্য কর্তৃক আগত শিক্ষার্থীর যোগ্যতার পরীক্ষা করা হত। বিশেষ করে চরিত্র ও বুদ্ধির যথাবিধি পরীক্ষা করা। শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসু স্বভাব ও কর্তব্য বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে পাওয়ার পর তার তাকে যথাবিধি শিষ্য হিসাবে স্বীকার করে গায়ত্রী উপদেশ দেওয়া হত।[২০]

চরিত্রহীন শিক্ষার্থীকে কোনোভাবেই স্বীকার হত না বা কোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষা দেওয়া হত না।[২১] বৈদিক সাহিত্যে শিষ্যের যোগ্যতা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যে শিষ্য বিনম্রতার সঙ্গে উপস্থিত হয় না, যে শিষ্য বিশিষ্ট বিষয়ের মহত্ব বোঝে না, এমন শিষ্যকে শিক্ষাদানের জন্য গ্রহণ করা হত না।[২২]

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

নিরুক্তের বিদ্যাসূক্তে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যে শিষ্য বিদ্যাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, কুটিল ও অসংযমী এরূপ শিষ্যকে শিক্ষার জ্ঞান দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যে শিষ্য, পবিত্র, ধ্যানমগ্ন, বুদ্ধিমান ব্রহ্মচারী, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নিজ বিদ্যাকে ধনসম্পদের মতই রক্ষা করে এমন শিষ্যকে গুরুর শিক্ষা প্রদান যারা উচিত।[২৩]

বৈদিক সমাজে তিনটি উচ্চবর্ণের জন্য শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। উপনয়নের পর শিষ্যকে কিতে বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে বা তপোবন শিক্ষাকেন্দ্রে যেতে হত। উচ্চ তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নে অধিকার ছিল। উপনয়নকে সেই কারণে 'দ্বিতীয় জন্ম' বা 'আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারম্ভ' বলে বলা হত। মাদের উপনয়ন হত তাদের বলা হত 'দ্বিজ'। উপনয়নের মাধ্যমে আচার্য হতেন শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় পিতা বা 'আধ্যাত্মিক পিতা জনক'।

বৈদিকযুগে ছাত্রদের শিক্ষালাভের জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করতে হত না। শিক্ষালাভ শেষ হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সময় ছাত্রকে গুরুদক্ষিণা দিতে হত।[২৪] বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে সম্পূর্ণ শিক্ষা দান না করে শিষ্যের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করা অনুচিত।[২৫]

আচার্যের কাছে বিদ্যাগ্রহণ ও শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর শিষ্যকে শাস্ত্রীয় স্নান করতে হত। সেই স্নান তার শিক্ষাকালের সমাপ্তি সূচনা করে। স্নাত হয়েছে বলেই সে স্নাতক। স্নাত এব ইতি স্নাতকঃ। এই স্নাতক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পর অর্থাৎ আচার্যের অনুশাসন গ্রহণ করে স্বগৃহে ফিরে আসার অনুমতি লাভ করে।[২৬] গৃহ্যসূত্রসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী স্নাতক তিন প্রকার। প্রথমতঃ বিদ্যাস্নাতক, দ্বিতীয়তঃ বৃতস্নাতক এবং তৃতীয়তঃ উভয়স্নাতক। যে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করেছে, সে বিদ্যাস্নাতক। যে ব্রহ্মচারী বেদবর্ণিত নিয়ম ও ব্রত পালন করেছে বা অনুষ্ঠান করেছে কিন্তু বেদাধ্যয়ন করেনি সে ব্রতস্নাতক। আর যে বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করেছে ও ব্রত পালন করেছে সে উভয়স্নাতক।[২৭]

আচার্য শিষ্যদের প্রতি পুত্রসুলভ আচরণ করত। শিষ্যের প্রতি আচার্যের ব্যবহার সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে আচার্য শিষ্যের মঙ্গলের জন্য তাকে কষ্ট না দিয়ে শিক্ষা দেবেন। কর্কশ, পরুষ, নিষ্ঠুর বাক্য নয়, সুমিষ্ট, আনন্দদায়ক ও কোমল কথায় শিষ্যের দোষ ত্রুটি সংশোধ করবেন।[২৮] আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ও গৌতম ধর্মসূত্রে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোনো দৈহিক শাস্তির কথা নেই।[২৯] তবে আচার্য মনু মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে অপরাধকারী শিষ্যের জন্য রজ্জু বা বংশখন্ড দ্বারা আমাতের কথা বলেছেন।[৩০]

লেখার সামগ্রী ও উপকরণ না থাকায় শিক্ষার্থীরা গুরুর মুখ থেকে নিঃসৃত বাণী শুনে শুনে মনে রাখতে। ফলতঃ শিক্ষার্থীরা প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী হত। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও বেদাঙ্গ শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রধান ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হত। শিক্ষার্থীকে নিদ্রা, আলস্য, লোভ, ক্রোধ অহংকার, আত্মশ্লাঘা, নাম ও যশের আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে নিবৃত্ত থাকতে হত।

উপসংহার (Conclusion)

সমগ্র অধ্যয়নকালকে সুদীর্ঘ যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করো হত বৈদিকযুগে। কারণ এটি ছিল একটি বিরাট তপস্যা। শিষ্যকে প্রতিদিন বেদপাঠ ও আনুষঙ্গিক বহু বিষয় পাঠ করতে হত। অসঙ্কোচ ও দ্বিধাহীন চিত্তে তাকে ভিক্ষাসংগ্রহ করতে হত। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা শিক্ষার্থীর অন্তরে বিনয়ের উদ্ভব হত। ব্রহ্মচর্য পালন করে চরিত্র গঠন এবং আচার্যের আজ্ঞাধীন ও বাধ্য হয়ে শিক্ষার্জন করতে। মৌখিক শিখন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা প্রখর ধীশক্তির অধিকারী হয়ে উঠত। গুরুশুশ্রূষা, গোচারণ, যজ্ঞেরয কাষ্ঠসংগ্রহ, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের পালনীয় কর্তব্য ছিল। বৈদিককালে ভারতভূণ্ডে বিদ্যার্থীদের আচার্যকুলে কোন অর্থ

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

দিতে হত না। আচার্যরাই তাদের সকলের ভরণ, পোষণ ও শিক্ষাদান করতেন নিঃস্বার্থভাবে। এখানেই বৈদিকশিক্ষাব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব।

তথ্যসূত্র

১. ছান্দোগ্য উপনিষদ্ 2.23

২. অন্তেবাসী, ব্রহ্মচারিণঃ ; তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ - 1.3.3 ; 1.4.2

৩. অথর্ববেদ - 11.5.84

৪. অথর্ববেদ - 11.5.17

৪ ক. দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ - 1.4.2

৫. মনুসংহিতা - 129

৬. শতপথ ব্রাহ্মণ 11.3.3.3-6

৭. তস্মাৎ ব্রহ্মচারিণ আচার্য গোপায়ন্তি গৃহান্ পশূন্নন্নোপহরানিতি। শতপথব্রাহ্মণ 3.6.2.15

৮. গোপথব্রাহ্মণ - 2.5.7

৯. মনুসংহিতা - 2.104

১০. হারীত, স্মৃতিচন্দ্রিকা 1.33

১১. তৈত্তিরীয় আরণ্যক 16

১২. মনুসংহিতা – 2.49

১৩. ছান্দোগ্য উপনিষদ্ – 6.2

১৪. শতপথব্রাহ্মণ 11.5.4.12 ১৫. মনুসংহিতা 2.36

১৬. বিষ্ণুধর্মসূত্র 31.3, 31.10

১৭. মা বিদ্বিষাবহৈ ।। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ 2,102

১৮. ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪.৪৫

১৯. ঐতরেয় আরণ্যক (৩.১৬,৩,৪); সাংখ্যায়ন আরণ্যক (৭.১৯)

২০. শতপথ ব্রাহ্মণ - ১১.৫.৪.

২১. নিরুক্ত - 2.8.

২২. নিরুক্ত - ২.৩,

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

২৩. নিরুক্ত - 2.8

২৪. আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্ত্রং সা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ – 1.11.1

২৫. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ 4.1.2

২৬. আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র 3.8.9

২৭.পারস্কর গৃহ্যসূত্র 2.6; শাঙ্খ্যায়নগৃহ্যসূত্র 3.1; গোভিল গৃহ্যসূত্র 3.4

২৮. মনুসংহিতা 2.159

২৯. আপস্তম্বধর্মসূত্র 1.2.8.29; গৌতম ধর্মসূত্র 2.42

৩০. মনুসংহিতা 8.299

গ্রন্থসূচী

- অধিকারী, অধ্যাপক তারকনাথ; মন্ডল, অধ্যাপক সমীর কুমার,২০২০, বৈদিক সংকলন (তৃতীয় খণ্ড),কলকাতা - ৭০০০০৬,
- ঘোষ, রনজিৎ,১৩৯৯ আধুনিক ভারতের শিক্ষার বিকাশ, সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা ৭০০০০৯,
- ঠাকুর, অমরেশ্বর(সম্পা.),২০০৫, নিরুক্তম্ (যাস্কঃ),(পার্ট - ওয়ান), ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, কলকাতা ৭০০০১৯,
- ঠাকুর, অমরেশ্বর(সম্পা.),২০০৫, নিরুক্তম্ (যাস্কঃ),(পার্ট -টু), ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, কলকাতা ৭০০০১৯,
- দাস, করুণাসিন্ধু, ১৪০৬,সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৭০০০৫০,
- দাস, ড. দেবকুমার, ১৪০৪, সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক ও লৌকিক) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা ৭০০০০৬,
- সিকদারদত্ত, নীলাঞ্জনা (অনুবাদিকা ও সম্পাদক),২০১৬, ঋকবেদসংহিতা (দ্বিতীয়ভাগ),রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা ৭০০০২৯,
- সিকদারদত্ত, নীলাঞ্জনা (অনুবাদিকা ও সম্পাদক),২০১৬, ঋকবেদসংহিতা (প্রথমভাগ), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা ৭০০০২৯,
- ঘোষ, ড. প্রফুল্ল,১৩৫২,প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০০৬,
- পাহাড়ী,অধ্যাপক ড. অন্নদাশঙ্কর,২০০৫,মনুসংহিতা (দ্বিতীয়াধ্যায়),সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা - ৭০০০০৬,
- ত্রিবেদী,শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর,১৩১৮,ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪৩/১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা,
- Keith, A.Berriedale, 1920,A History of Sanskrit Literature, Oxford University Press,
- Mookerji, Radha Kumud, 1947,Ancient Indian Education, Macmillan and Co. Limited, St. Martin's Street, London,

All rights reserved. © 2026